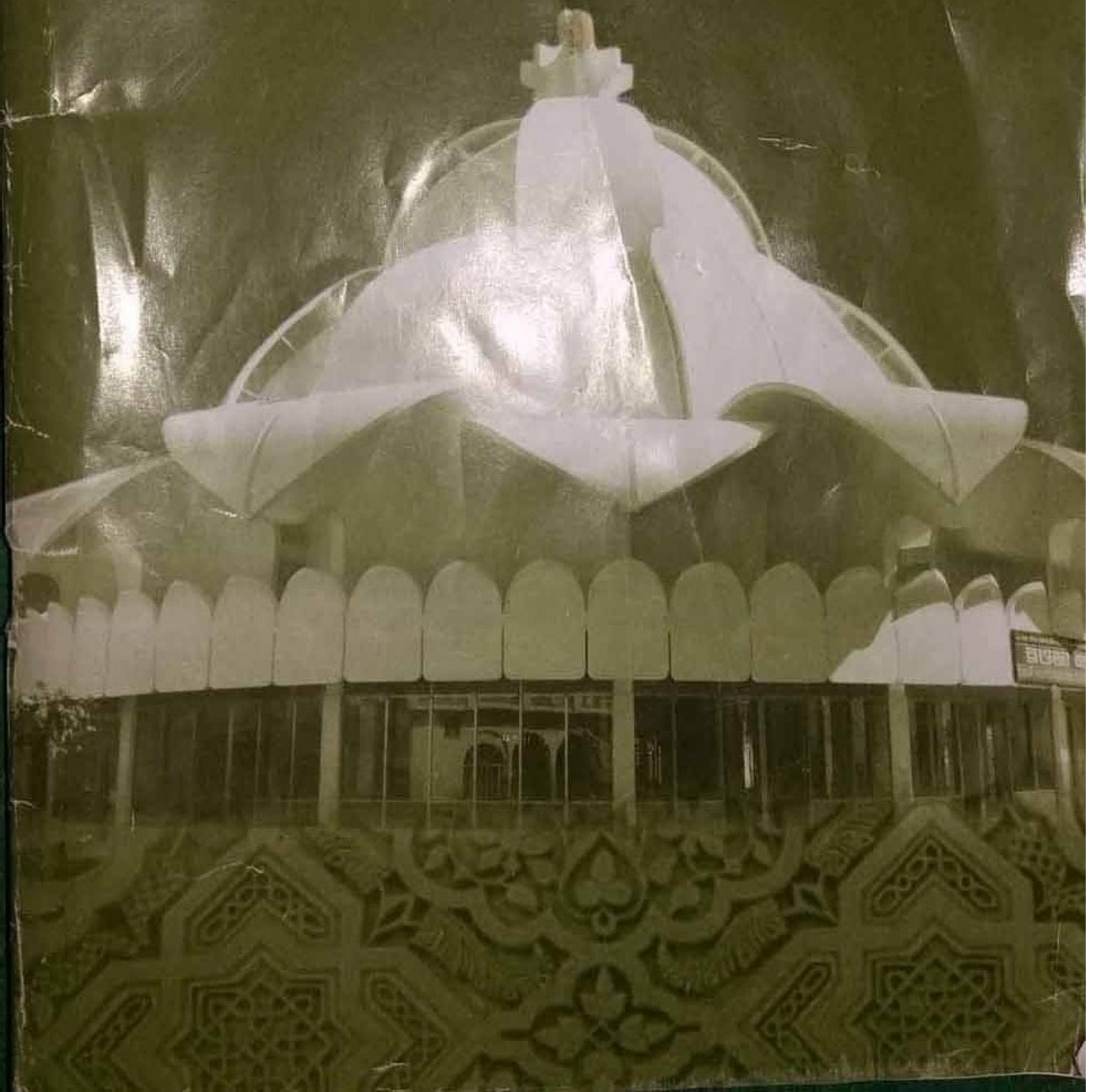


মিলাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ও

সালামে গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী

কাদাসাল্লাহু সিররাহুল আজিজ



(৪৪) দ্বিতীয়বারের মতো কলকাতার নতুন ওয়ার্ডের কাজে

কলকাতা

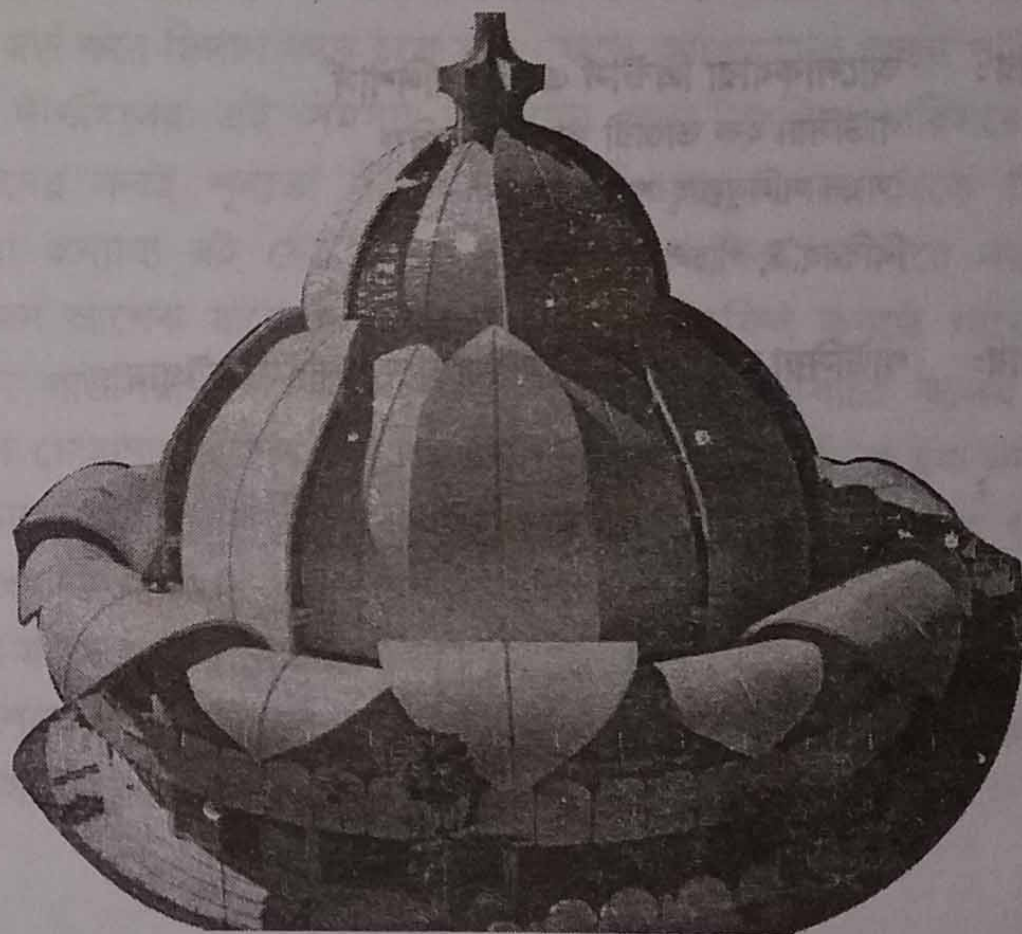
শ্রী কলকাতা ইউ. এ. ৫৫০৬ লিখিত ৩ অংশ ৭৫৪৫ খ্রিস্ট ৫৫

শ্রী কলকাতা মিলাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

শ্রী কলকাতা ইউ. এ. ৫৫০৬ লিখিত ৫ অংশ ৫৫৫৫ খ্রিস্ট ৫৫

শ্রী কলকাতা ও সালামে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী

শ্রী কলকাতা কাদাসাল্লাহু সিররাহুল আজিজ



প্রকাশক : আলহাজ্ব হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ)

১ম প্রকাশ : ২২ চেত্র ১৪১৭ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১১ খ্রিঃ, দুই হাজার কপি

২য় প্রকাশ : ১০ মাঘ ১৪১৮ বাংলা, ২৩ জানুয়ারি ২০১২ খ্রিঃ, দুই হাজার কপি

৩য় প্রকাশ : ২৬ আশ্বিন ১৪১৯ বাংলা, ১১ অক্টোবর ২০১২ খ্রিঃ, দশ হাজার কপি

৪র্থ প্রকাশ : ২২ চেত্র ১৪২০ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিঃ, দশ হাজার কপি।

এছাড়া : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

কম্পিউটার : আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স

গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ শরিফ
সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ রোড
বিবিরহাট, প্যাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১।

পরিবেশনায়া : গাউসিয়া হক মন্জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম।

বিনিময় : বিশ টাকা মাত্র

ভূমিকা

হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকতের অনুসারী আজ বিশ্বব্যাপী। এই ত্বরিকতের অনুসারীরা প্রতিনিয়ত কোনো না কোন স্থানে মিলাদ মাহফিল করে থাকেন। কিন্তু সব জায়গায় মাইজভাণ্ডারী আপদে মিলাদ-কিয়াম হয় না বা করতে পারেন না। হয়ত কেউ মিলাদের আয়োজন করলেও দেখা যায় অন্য ত্বরিকতের অনুসারী আনতে হয়। তিনি তার মত করে মিলাদ করে চলে যান। ফলে আশেপাশের অন্তর পরিভূষ্ট হয় না। দীর্ঘদিনের এই সমস্যা উত্তরণের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটি মিলাদের কবই শূন্যতা দীর্ঘদিনের। যদিওবা দরবার থেকে মিলাদের আরো অন্যান্য বই বের হয়েছে কিন্তু তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে নয়। তাই একজন আশেপাশে যাতে নিজে নিজে মিলাদ মাহফিল করতে পারেন সেই লক্ষ্যে গাউসিয়া হক মন্জিলের সাজ্জাদানদীন রাহবারে আলম হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীর নির্দেশে, গাউসিয়া হক মন্জিলের উদ্যোগে অত্র পুস্তক প্রকাশিত হল। উল্লেখ্য যে, অত্র বইয়ের শেষাংশে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও জানাযাসহ কিছু সূরাও দেয়া হয়েছে যাতে মানুষ সহজে নামাজ আদায় করতে পারে।

পরিবেশে হজুর গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কদমে ফরিয়াদ করি তিনি যেন সকলের খেদমত করুল করেন। আমিন।

জিকির মাহ্ফিলের নিয়ম ও শর্তাবলী

মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকা সমস্ত ত্বরিকার সমাবেশ ও সর্ববেষ্টনকারী। কাদেবীয়া, চিশতিয়া, নক্শবন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া, কলন্দরীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, তাইফুরিয়া, জুনাইদীয়া ইত্যাদি ত্বরিকার অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত ত্বরিকতপস্থীদের মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকামত জিকির আজকার বা স্ব স্ব পীর-বুজুর্গ-এর ধ্যানে স্ব স্ব ত্বরিকানুযায়ী জিকির করে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হতে ফয়জ রহমত অর্জন করার অধিকার আছে। এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণেরও স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী উপাসনা করে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হতে অনুগ্রহ বা ফয়জ রহমত অর্জনের অধিকার আছে। কারণ এটি কোন ব্যক্তিগত জাগতিক সম্প্রদায়গত ত্বরিকানয়। মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকতপস্থী মুরিদ, ভক্ত, আশেকগণেরও তাদের রুচি অনুযায়ী বা নিজ পীরের সবক ও তালিম অনুযায়ী যে কোন ত্বরিকত পদ্ধতি অনুসারে জিকির করার অধিকার রয়েছে। যারা সামান্য আসক্ত, সামা বা গানবাদ্যজনিত জিকির বা জিকির মাহ্ফিল করতে চান তাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র সহ জিকির বা জিকির মাহ্ফিল করার অনুমতি ও অনুমোদন আছে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শুভদৃষ্টি ও ফয়জ রহমত অর্জনে খোদার নৈকট্য ও কৃপাবারি হাসিল করতঃ দোজাহানের সফরযাত্রী এবং সফলকাম হতে হলে জিকির মাহ্ফিলে সকলের জন্য সামান্য ব্যক্তিগণেরও নিম্নলিখিত শরায়ত অনুযায়ী আদবের সাথে মাহ্ফিলে মিলাদ, মাহ্ফিলে তাওয়াল্লোদ শরীফ এবং জিকির মাহ্ফিল করা কর্তব্য।

[উপরোল্লিখিত 'কানুন' খাদেমুল ফেকারা হযরত মাওলানা শাহ্‌সুফি সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক লিখিত ও সম্পাদিত 'মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া' নামক পুস্তিকা হতে সংগৃহীত।]

শরায়তে

১. 'তাহারাত' বাহ্যিক পবিত্রতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ ধর্মীয় বিধানমত অঙ্কুর করা, কাপড় পাক রাখা, স্থান পবিত্র হওয়া ইত্যাদি স্মৃতি গ্রহণ।
২. মানসিক পবিত্রতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ কু-ধারণা, দুনিয়ার ধ্যান বর্জন করতঃ পীর-মুর্শিদ ও আল্লাহুতায়ালার ধ্যান রাখা।
৩. স্ব স্ব পীরে কামেল প্রদত্ত সবক-মত জিকির করা।
৪. কামেল পীর বা পীরের অনুমতিপ্রাপ্ত খলিফার উপস্থিতি।
৫. পবিত্র কোরআনের আয়াত, দরুদ শরীফ ও মিলাদে নববী বা তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া পাঠান্তে জিকির মাহ্ফিল আরম্ভ করা। মিলাদ শরীফের একটি সূরা ও দরুদ শরীফ পাঠ করে আরম্ভ করতে হবে।
৬. নামাজ সমাপনীয় কায়দামত আদব ও শৃঙ্খলার সাথে বসতে হবে।
৭. ধূমপান বা যে কোন প্রকার পানাহার উক্ত সময় বর্জন করতে হবে।
৮. উপস্থিত লোকসমস্ত ত্বরিকতপস্থী হতে হবে।
৯. কমবরক্স বালক-বালিকার উপস্থিতি নিষেধ ও নারী-পুরুষ একত্রে বসতে পারবে না।
১০. মেয়ে লোকদের জিকির মাহ্ফিল পর্দায়, পুরুষ হতে ভিন্ন হতে হবে।
১১. মাহ্ফিল অবস্থায় অজ্ঞদপ্রাপ্ত বেতুশ ব্যক্তিকে ইজ্জত ও হেফাজত করতে হবে।

[উপরোক্ত 'শরায়তে' ও 'মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া' পুস্তিকা হতে সংগৃহীত]

জিকির মাহুফিকেলের সংক্ষিপ্ত তরতীব

আউজুবিল্লাহে মিনাশ শাইতানির রাজিম
বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ইন্নাল্লাহা ওয়া মালয়িকাতাহ ইউসাল্লুনা আলান নবীয়ে, ইয়া আইয়ুহাল
লাজিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লেমু তাসলিমা।

দরুদ

বালাগাল উলা বেকামালিহি, কাশাফাদ্দ দোজা বেকামালিহি
হাসুনাত জমিও খেসালিহি, সাল্লু আলাইহি ওয়ালিহি।

সালাম

আল্লাহুমা সাল্লে আলা নৈয়দেনা মাইজভাওয়া
কদমে জানাইলাম সালাম যত মানব জ্বিন পরী।
হীন দাসের যত ইতি তোমারে দিয়াছি সঁপি
বাসনা-কামনা ভুলে অবিরত তোমায় ডাকি।

জিকির

হাছবি রাবিস জাল্লাল্লাহু মাফি কালবি গাইরুল্লাহ
নূর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

তুমি ছাড়া নাই গতি, তুমি আমার দিনপতি
বিশ্বত্ববন ডাকে তোমায় হাছবি রাবিস জাল্লাল্লাহ।

“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু”

দশবার পড়ে ধ্যান করবে আল্লাহ হাজের, আল্লাহ নাজের বা দেখেছেন।
আল্লাহ আমার সঙ্গে, আমি খোদার সঙ্গে, অন্য কিছু নাই। এইভাবে একটু
দম নিয়ে আবার জিকির আরম্ভ করবে যে যার পীরের সবক মত। এই
সময়ে বাদ্যযন্ত্রে গান-গঞ্জন দরকার বোধে আরম্ভ করতে পারবে। অতএব,
এইভাবে জিকির-ফিকিরের পর মোনাজাত করে মজলিশ খতম করবে।
নিজে জিকিরে দায়েমে লিপ্ত হবে।

[এটা হল মিলাদ-কেয়াম যারা পারেন না তাদের জন্য সংক্ষিপ্ত তরতীব।
এটাও প্রাপ্ত পুস্তিকা হতে সংগৃহীত]

মিলাদে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম
বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কাল্লাল্লাহু তালা ফি শানে হাবিবীহিল করিম
মা কনা মোহাম্মাদুন আব্বা আহাদিম মির রিজালিকুম ওয়ালাকির
রাসূলুল্লাহি ওয়া খাতেমান নবীয়িন, ওয়া কানাল্লাহু বিকুল্লে শাইয়ীন
আলিমা। ওয়া ইজান কাল্লাল্লাহু তালা ফি শানে হাবিবীহি, ওয়া মাহুরবীহি
আমেরাও ওয়া মোখবেরা ইন্নাল্লাহা ওয়ামালাইকাতাহ ইউসাল্লুনা আলান
নবীয়ে ইয়া আইয়ুহাল লাজিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়াসাল্লেমু
তাসলিমা।

সান্নাত্ৰাহ আলা সাইয়েদেনা ওয়ানবীয়েনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মদ ওয়ালিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া বারেক ওয়াসাল্লাম।

❖ সামসুদ্দোহা মোহাম্মদ - বদরুদ্দোজা মোহাম্মদ।

নূরুল হুদা মোহাম্মদ - সাল্লাআলা মোহাম্মদ।।

❖ তোহা লকব মোহাম্মদ - আলী নসব মোহাম্মদ।

ফখরে আরব মোহাম্মদ - সাল্লাআলা মোহাম্মদ।।

❖ কাহুফুল ওয়াহা মোহাম্মদ - শাহে হেরম মোহাম্মদ।

বাহরে করম মোহাম্মদ - সাল্লাআলা মোহাম্মদ।।

❖ গঞ্জে সাফা মোহাম্মদ - গঞ্জেওয়াফা মোহাম্মদ।

কালে হায়া মোহাম্মদ - সাল্লা আলা মোহাম্মদ।।

❖ লুৎফে খোদা মোহাম্মদ - নূরুল হুদা মোহাম্মদ।

খায়রুল ওয়াহা মোহাম্মদ - সাল্লাআলা মোহাম্মদ।।

❖ ইজ্জতউল্লাহ মোহাম্মদ - হুজ্জাতুল্লাহ মোহাম্মদ।

বোরহানুল্লাহ মোহাম্মদ - সাল্লাআলা মোহাম্মদ।।

❖ সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম

সালামুন ইয়া হাবীবুল্লাহ আলাইকুম

❖ বেলাদত হায়া হাবীব কিবরিয়া কি

শফিয়ে রোজে মাহ্শর মোস্তফা কি।। এই

❖ হায়া-আহমদ হযরতে খায়রুল ওয়াহা কি

নবীয়ে তাজেদারে হাল আতা কি।। এই

❖ কোশারেশ-রিজকৌকি রহমত খোদা কি

দরুদে পাকছে কেয়া কেয়া হুয়া কি।। এই

❖ দরুদে পাককে বদলেমে হামকো

খোদানে জাল্লাতে আ'লা আতা কি।। এই

❖ ফেরেশতা হুতিহে নাযিল ফলকছে

সাদা করতে হুয়ে সাল্লে আলাকি।। এই

❖ হুজুরী কলুবছে দাখেল ইয়াহা হো

বরছতিহে ইয়া'হা রহমত খোদাকি।। এই

❖ মোস্তফা নূরে জনাবে আমরে কুন

আফতাবে বুরজে এলমে মিথ্বাদুন।। এই

❖ নছিমে জানাবে বোহতা গুজর কুন

জে আহওয়ালাম হাবীবেরা খবর কুন।। এই

❖ মোহাম্মদ সরওয়ারে দুনিয়া ও দী হায়া

মোহাম্মদ বেহতরে কুল আফরি হায়া।। এই

❖ মোহাম্মদ সৈয়েদে সরদারে কাওলাইন

মোহাম্মদ কাফেলা সালারে কাওলাইন।। এই

❖ চশমে রশশন কুনজে থাকে আউলিয়া

তার বিনি এবদেতা তা এতাহা।। এই

❖ এক জামানা সোহবতে বা আউলিয়া

বেহতর আজ হুদ সালে তা আত বেরিয়া।। এই

❖ হামা কোরা' ব তওছিফে মোহাম্মদ (দঃ)

বরু নাজিল ছেগোয়ম ওয়াছপে আহমদ।। এই

❖ আজিজুল হক ছে ওয়ী নাতে আহমদ

তা আদব ইয়া কলম দরশানে আহমদ।। এই

❖ বাহকে আবু সাহ্মা সালেহ লাহারী

মদদ কুল ইয়া গাউসুল আ'যম মাইজভাওয়া।। এই

❖ বাহকে গাউসুল আ'যম শাহে শাহী

মোহাম্মদ আহমদ উল্লাহ জানে জানান।। এই

❖ বাহকে কুতবে আলম গাউসে দাওয়ার

মাওলাজি সৈয়দি মাওলায়ে রাহমান।। এই

❖ বাহকে শাহ আমিনুল হক ওয়াসেল

ছোড়াদো হোরেস দুনিয়া ছে মেরা দিন।।

❖ বাহকে শাহ দেলাওর হোসাইন মাইজভাওয়া

মদদ কুল ইয়া শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাওয়া।। এই

❖ আল্লাহুমা সাঙ্গে আলা সাইয়েদিনা মাওলানা মোহাম্মদ

ওয়াল্লা আলে সাইয়েদিনা মাওলানা মোহাম্মদ ।

♦ আদম যখন মাটি-পানি, নবী তখন খোদার রসূল
যার উপরে পড়ে দরদ, আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতা কুল ।। এই

♦ আল্লাহ্ তুমি দয়া কর নসীব কর যদি না
নবীজিকে না দেখাইয়া কবরেতে নিওনা ।। এই

♦ কোথায় রইলেন দয়াল নবী আমাদেরকে ছাড়িয়া
আপনি বিনে কি লাভ হবে এই দুনিয়ায় বাঁচিয়া ।। এই

♦ ইচ্ছা করলে দয়াল নবী থাকতে পারতেন আরশে
উম্মতের মায়ায় নবী শুয়ে আছেন মদিনায় ।। এই

♦ নবীর এশুকে পড় দরদ সকলে
শাফায়াত করিবেন নবী হাশরে ।। এই

♦ নবীর এশুকে যার অন্তর কাঁদেনা
রোজ হাশরে (তার) নবীর দেখা পাবে না ।। এই

❖ মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা
রাহুমা তুল্লিল আলামিনা মারহাবা

♦ বলওয়া গরহো ইয়া ইমামান মুরসালীন
বলওয়া গরহো রাহুমা তুল্লিল আলামিন ।। এই

♦ বলওয়া গরহো আযিয়া কে মোকতাদা
বলওয়া গরহো আউলিয়া কি পেশওয়া ।। এই

♦ বলওয়া গরহো সৈয়দে খায়রুল বশর
বলওয়া গরহো আয় মেরে নূরে নজর ।। এই

♦ বলওয়া গরহো আয় মেরে শামসুদ্দোহা
বলওয়া গরহো আয় মেরে বদরুদ্দোজা ।। এই

♦ বলওয়া গরহো জলওয়ায়ে নূরে খোদা
বলওয়া গরহো ইয়া মুহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) ।। এই

♦ আওয়ালিন ওয়া আখিরিন কি পেশওয়া
মোকদাতাউ মোরাহালা পয়দা হয়ে ।। এই

♦ জিনকে আনে হুঁ ধবর ঈছানে দী
ওহু নবী বাইজু শাহ পয়দা হয়ে ।। এই

এজহার এয়া সাইয়েদাল মোরাহালিন
এজহার এয়া সাইয়েদাল আলামিন
এজহার এয়া খাতামান নবীয়িন
এজহার এয়া রাহুমা তুল্লিল আলামিন
এজহার এয়া নবীয়াত্বাহ
এজহার এয়া রাসূলত্বাহ
এজহার এয়া খায়রা খলিকত্বাহ
এজহার এয়া নূরুন্ম মিন নূরিয়াহ
বিসমিল্লাহ্ এজহার এয়া মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ্ ॥

এয়ানি বারবি তারিখ রবিউল আউয়াল কো পরীকে দিন ব ওয়াক্তে সোবহি
সাদিক জনাব সৈয়দে কাউনাইন মূলতানে দাওয়াইন আহমদে মোজতবা
মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজারো জাহুও
পালানছে দৌলত ছড়ায়ে একবালামে জহুর এ জালাল ফরমায়ী । জে হে
নসিব কে হাম ছেয়া বজ্জেকো তানসিফ আওয়ারিছে মালামাল ফরমায়ী ।
ফাছ তাওয়াল্লোদ হো গেয়ি খায়রুল আলাম — ওয়াক্তে তাজিমকে করনা
হায় কেয়াম ।

কেয়াম :

বেলাদতহে হাবীবে কিবরিয়াকি
উঠো মু'মিন ছালামে মোজফা কি।

❖ ইয়া নবী সালাম আল্লাইকা - ইয়া রাসূল সালাম আল্লাইকা
ইয়া হাবীব সালাম আল্লাইকা - সালাওয়া তুল্লাহ্ আল্লাইকা।

- তুলায়াল বদরু আল্লাইনা - মিন ছানিয়াতিল বেদায়ী
ওয়াজাবাশ শুকরু আল্লাইনা - মা-দায়া লিল্লাহি দায়ী।। এই
- আশরকাল বদরু আল্লাইনা - ওয়ায তাফাত মিনহল বুদরু
মিছলাছচ নেকমা রায়না - কাত্তু ইয়া ওয়াজহাছ ছুররী।। এই
- আনতা শামছুন আনতা বদরুন - আনতা নুরুন ফওকা নূরী
আনতা ইকছিরু ওয়ালী - আনতা মিছবাছচ ছুদুরী।। এই

অথবা

- বা-এছে ইজাদে আলম - মজুবে হাওয়া ও আদম
হায় তেরে জাতে মুকাররম - সালাওয়া তুল্লাহ্ আল্লাইকা।। এই
- হাশেমী তেরা নসব হায় - আবতাহী তেরা লকব হায়
তুমহী ফখরে আরব হায় - সালাওয়া তুল্লাহ্ আল্লাইকা।। এই
- সৈয়দে আলম মোহাম্মদ - কেবলায়ে আ'যম মোহাম্মদ
নুহুকে হামদম মোহাম্মদ - সালাওয়া তুল্লাহ্ আল্লাইকা।। এই
- আপ হায় আল্লাহ্কা পেয়ারা - আশেক হায় আল্লাহ্ তোমহারা
শোকরো হায় দোনো হামারা - সালাওয়া তুল্লাহ্ আল্লাইকা।। এই
- সৈয়দে সরওয়ার তোমহি হো - শফিয়ে মাহশার তোমহি হো
সাকিয়ে কাউসার তোমহি হো - শফিয়ে মাহশার তোমহি হো।। এই
- মুহাম্মদ নাম পেয়ারা - আরশ পর হকনে পোকারা
ছাছ পয়গাম্বর হে হামারা - সালাওয়া তুল্লাহ্ আল্লাইকা।। এই
- আরশকা কাবা মদিনা - পরশো কা কাবা মদিনা
কা'বেকা কাবা মদিনা - জান্নাতুল মাওয়া মদিনা।। এই

- রহমতৌকে তাজেওয়ালে - দো'জাহকে লাজ ওয়ালে
আরশ কি মো'রাজওয়ালে - আছিয়ৌ কে লাজ ওয়ালে।। এই
- বাহরে ইছইয়ামে সফিনা - আগেয়া মুশকিল হায় জিনা
পারহোলেকা করিনা - হো আতা শাহে মদিনা।। এই
- আজ তোফাইলে গাউসে আ'যম - বাদশা হে হার দো'আলম
ছদকায়ে ইমামে আ'যম - দুরহো সবহী কে রঞ্জাম।। এই
- নবী না হয়ে দুনিয়ার - না হয়ে ফেরেশতা খোদার
হয়েছি উম্মত তোমার - তার তরে শোকর হাজার বার।। এই
- তুমি যে নূরের রবি - নিখিলের ধ্যানের ছবি
তুমি না এলে দুনিয়ায় - আঁধারে ডুবিত সবি।। এই
- তোমারই নূরের আলোকে - জাগরণ এল ভুলোকে
গাহিয়া উঠিল বুলবুল - ফুটিল কুসুম পুলকে।। এই

সালোমে গাউসিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া

ইয়া গাউসু সালোম আলোইকা – ইয়া মুর্নিদ সালোম আলোইকা
ইয়া হাবিব সালোম আলোইকা – সালোয়া তুল্লাহ আলোইকা ।

- ♦ আন্তা গাউসুল্লাহিল আ'যম, আন্তা কুতবুল্লাহিল আফথম
আন্তা ফরদুল্লাহিল আকরম, খাইর মাকদামিত তালি । এই
- ♦ আন্তালিল জামিয়ীল হাদি, লিল মাবিদী ওয়াল মাদী
আন্তানুরন লিল ফাওয়াদী, আন্তা মাহমুদুল খেছলী । এই
- ♦ এয়া হাবীবুল্লাহিল আলী, এয়া খালীলাজিন-নাওয়ালী
ফাছলানুনা আলোয়কা, ফিলহালি ওয়াল মা'লী । এই
- ♦ গাউসুনাল ফাউযু লাদায়কা, নাহনু মুকবিলুন আলোয়কা
ফাছলানুতুল্লাহি আলোয়কা, বিত্তাওয়াতুরি ওয়াত্তাওয়ালী । এই
- ♦ আন্তা গাউসুনাল মুআজ্জম, আন্তা কুতবুনাল মুকাররাম
আন্তা ফরদুনাল মুফাখম, আন্তাল মাওলা লিল মাওয়ালি । এই
- ♦ এয়া হুদাললিল মুতাকিনা, ইয়া আমিরাল মু'মেদিনা
এয়া ইমামাল মুসলেমিনা, ইয়া মাছিহুলিল আলীলি । এই

যেরনেওয়ালো কো উঠহালো, মরনে ওয়ালোকো বাঁচালো
করেদছে হামকো ছোড়হালো, আহমদী নামে বোলালো । এই
অন্তিমে কবরে হাশরে, তুলনা তুলনা দাসেরে
রাখিও স্মরণ সব্বরে, সালোয়া তুল্লাহ আলোইকা । এই
যা দেখি ভবে নিরালা, তোমারি নূরে উজ্জ্বলা
কহিব কি শানে মাওলা, সালোয়া তুল্লাহ আলোইকা । এই
শ্রেমিকের নয়ন পুতুলি, রহমতের দুয়ার খুলি
দাও দাসের চরণধুলি, সালোয়া তুল্লাহ আলোইকা । এই
দ্বারেতে হাজের ভিখারি, তুমিহো পাপির কাণ্ডারী
তুমিহো মুক্তির দিশারী, আয় শাহে জিয়া ভাণ্ডারী । এই
মাওলা ইয়া রকেস ছত্তে ওয়াসাল্লিম দায়েমান আবাদন
আলা হাবীবিকা খায়রে খলকেকা কুল্লেহিমী ।

ভেজ এয়া রব মেরে দরুদ ওয়াসালোম বরগুজিদা নবীপর আপনে মোদাম ।
আসসালাম আয় মরজায়ে ইছ্যান পানাহ
কারিয়ে মৌলুদ পর কর সফকত কি নেগাহ ।
আপকে দরগাহ মে আপনা গোলাম

কমছে ভী কমতর গোলামোকা গোলাম ।
বালাগাল উলা বেকামালিহী কাশাফদু দেজা বেজামালিহী
হাসুনাত জামিযু খেসালিহি সাল্লা আলোইহি ওয়ালিহি ।

- ♦ ইনলিলতা ইয়া রি'হাসুসাবাহ ইয়াওমান ইলা আরদিল হারাম
বাল্লিগা সালামি রওজাতান, ফিহান নবীযুল মুহতারাম । এই
- ♦ আকবদুনা মাজরুহাতুন, মিন ছাইফি হিজরিল মোস্তফা
তু'বা লে আহলে বদদাতিন, ফিহান নবীযুল মুহতারাম । এই
- ♦ মান ওয়াজহু সামুদ্দেহা, মানখাদুহ বদরুদ্দেজা
মানজাতুহ নুরুল হুদা, মান কাফফুহ বাহরুল হিমাম । এই
- ♦ ইয়া রাহমাতুললীল আলামীন, অনতা শাফিযুল মুজনেবিন,
আকরিম্বানা ইয়াওমাল হাজিন ফাছলাও ওয়াজুদাও ওয়াল করম । এই
- ♦ ইয়া রাহমাতুললীল আলামীন, আদরিক লি -যাইনিল আবেদীন
মাহবুছন আযদিজ জেয়ালিমীন, ফিল, মারকাবি ওয়াল মুজদাহাম । এই

কসিদায়ে গাউসিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া

মারহাবা ইয়া মারহাবা ইয়া মারহাবা
গাউসুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী মারহাবা।

- ♦ মাজহায়ে আছহারে কুদরত, গাউসে আ'যম আপহে
অয়নায়ে আনওয়ায়ে ওয়াহদাত গাউসে আ'যম আপহে। ঐ
- ♦ আপকি হিমত ছে জাররা আরশকা তারা বনে
বে গুমাহ উহ বাহরে হিমত গাউসে আ'যম আপহে। ঐ
- ♦ আপকি দরপর জু আয়া উছকো দওলত মিলগেয়ি
মেরী দওলত মেরী ছরওয়াত গাউসে আ'যম আপহে। ঐ
- ♦ গরছে মকবুল কমিনা, হে গদা দরবার কা
দোজাহাঁ কি বাদশাহিয়ত গাউসে আ'যম আপহে। ঐ
- ♦ সৈয়দুল কাউনাইনে তাজুল আছফিয়া
মুর্শিদুল আফা-কি ফখরুল আউলিয়া। ঐ
- ♦ আশরাফুল মাখলুকে ফি হাজাজ্জামান
রাহমাতুল্লিল আলামিন জিহ্বুল আমান। ঐ
- ♦ মাহ্দারুল আনওয়ায়ী রাবুল আলামিন
কিবলাতুত তাওহিদিল আবলিল ইয়াকিন। ঐ
- ♦ গাউসুল আ'যম আ' শাহে মাইজভাণ্ডারী
আঁ চেরাণে উম্মতানে আহমাদী। ঐ
- ♦ ছায়ায়ে উহুঁ ছুঁছমা ছায়া বেদাঁন
বুদে উহুঁ কিবরিতে আহমর দরজাহাঁন। ঐ
- ♦ তাজে দো'বুদাহু বদন্তে সরওয়ায়ে পয়গম্বরা
এক নেহাদা বর ছেরে শাহু আহমাদুল্লাহু বেগুমাহু। ঐ
- ♦ হাজারী মারহাবা বিরদে জবানম
বরায়ে আহমাদ উল্লাহু গাউসুল আ'যম। ঐ
- ♦ ব মাইজভাণ্ডার শোধাহু আরামে গা আন্ত
আজিজুল হক বজান-দিল ফেদয়ান্ত। ঐ

কছিদা - ২

- ♦ ছদ মারহাবা সাল্লে আলা গাউসে খোদা পয়দা হয়ে
জালে জাহাঁ ও কেবলায়ে আহলে ছফা পয়দা হয়ে।
- ♦ ছাদ মারহাবা খুরশিদে আরশে এঁতেলা পয়দা হয়ে
আলমমে আবতো ঝলওয়ায়ে শানে খোদা পয়দা হয়ে। ঐ
- ♦ আব গুলশানে দুনিয়ামে ছিররে এজতেবা পয়দা হয়ে
আলমমে আব সময়ে সবিস্তানে ছদা পয়দা হয়ে। ঐ
- ♦ জিহু নাজনিন কি এক কেরেশমা, দোজাহাঁমে বিন একিন
উহু শাহে তখতে আসওয়া ও নাজও আদা পয়দা হয়ে। ঐ
- ♦ দীনে নবীকে জিন্দেগী জিনকী নজরকা ফয়জ হ্যায়
আলমমে আব উহু রুহে দীনে মোস্তফা পয়দা হয়ে। ঐ
- ♦ জিনকে তামান্নামে ছাদা লওহকলম ছে আরশ ও ফর্স
আলম মে আব উহু শাহে গুলবাগে মিনা পয়দা হয়ে। ঐ
- ♦ ফয়জে নজরছে জিনকি হোতি হ্যায় রওয়া হাজাতে ঝলক
আব আলমে দুনিয়ামে উহু হাজত রওয়া পয়দা হয়ে। ঐ

যিকির

- ♦ হাছবি রাফি জাল্লাল্লাহু, মাফিকলবি গাইরুল্লাহু — ১১ বার
- ♦ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু — ১০০ বার
- ♦ ইল্লাল্লাহু — ১০০ বার
- ♦ আল্লাহু — ১০০ বার
- ♦ শজরায়ে আহমদিয়া কাদেরীয়া গাউসিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া।
- ♦ মোনাজাত অথবা মোনাজাত না করে একই সাথে সেমা মাহ্ফিল শুরু
করতে পারবে।

আল্লাহুমা সাল্লে আলা সৈয়দেনা মাইজভাণ্ডারী
কদমে জানাইলাম সালাম যত মানব জিন ও পরী।

এটির পরে ২/৩টি কালাম পরে মোনাজাত করা যাবে।

মুনাজাত (১)

ফজলেকর ইয়া রব মোহাম্মদ মোস্তফা কে ওয়াস্তে
সৈয়দে কাউনাইনে শাহে আযিয়া কে ওয়াস্তে ।
ইয়া ইলাহাল আলামিন ইয়ে আরজী কর মেরে কবুল
ইছতাজাব হাজা দু'য়ায়ে মোস্তফাকি ওয়াস্তে ।
দুরকর রঞ্জদিলী হায়ে ছবত মুবাকো বেকলী
উছ শাহে ছিদ্দিকে আকবর বা ছফাকে ওয়াস্তে ।
ফজলেকে হাওঁছে মুবাকো মেওয়ায়ে মকছদ কেহ্লা
উছ ওমর ফারুককে আদেল বেরিয়াকে ওয়াস্তে ।
দো জাহাঁমে হয়রতে উসমানকে রোছে মুজেহ
মতখজল কি জিউ মুজেহ হাছেব হায়াকে ওয়াস্তে ।
বারগাহে আলী মে তেরে হায়ে মেরে ইয়ে এলতেজা
হলে মুশকিল হো মেরে মুশকিল কোশাকে ওয়াস্তে ।
বলবুলে বাগে মদিনা কোররাতুল আইনে রাসুল
ইয়ানি বিবি ফাতেমা খায়রুন নেছাকে ওয়াস্তে ।
দে খুশি দিলকো মেরে হরছাবজে কর নখলে মোরাদ
উছ হাসান খাত্তাজিগর ছাহেব লেওয়াকে ওয়াস্তে ।
হয়রতরফ ছে ফউয়ে গম্বে আঁকে ঘেরা হায়ে মুজেহ
দে পানাহ ইয়া রব শহীদে কারবালাকে ওয়াস্তে ।
কওনে তুজবিনে দাদে ইছ আজজকে দেবে এয়া খোদা
জুদতর ফরিয়াদরছ জয়নুল আবাকে ওয়াস্তে ।
মায়্য বহত হয়রান হো কর রহম কি মুখপর নজর
বাকের ও জাফর আলী ওয়া মুছা রেজা কি ওয়াস্তে
মুছা ও কাজেম তকি ও বানাকি ও আহকরি
আউর ইমামে মাহদিয়ে পীয়ে হুদা কে ওয়াস্তে ।
এয়া এলাহী ছব উঠালে দরদ ওয়াদোহকা বুঝা
গাউসুল আ'যম মাইজভাঞ্জরী রাহনুমাকে ওয়াস্তে ।

মুনাজাত (২)

ফরিয়াদ রছ তুখবিন নেহি - মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন
সোলতানে দিঁ শাহে জর্দি - মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।
মকসুদেতন মতলুবে জাঁ - মাহকুমেতু ব ছারা জাঁহা
মুশকিল কোশায়ে আজজী - মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।
মাই হৌঁ উছ মজলুমে দাহার - আফছুর দা দিলখরিদা ছর
মজরুহে দিল আন্দোহগী - মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।
হার ছন্দ মাই দরদর ফেরা - বিন তেরে কুয়ি দোছরা
মেরে তরফ তক্তা নেহি - মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।
তাকায় বদিঁ আওয়ারগী - ছাহত রহো বেবারগী
আজ বাহরে গাউসুল আলামিঁ - মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।
তেরে করিম বেনওয়া বাছোজ দিল দরপর খাড়া
বাহরে শফিউল মুবানোরিঁ - মওলা মেরে ফরিয়াদ ছুন ।

মুনাজাত (৩)

ইয়া সৈয়দাচ্ছাদাত ইয়া মাওলাল মাওয়ালী মুহতরম
যিনিকা বিন কলবীছকীম, উনজুর ইলায়না বিন করম ।
ইয়া গাউসুল আ'যম লিলওয়ারা, ইয়া কুতুবুল আকতাবছ ছরা
ইয়া কিবলাতাল কাউনাইন, ইয়া মোখতারাল লওহে ওয়াল কলম
আনতুম আজলুল বদরে, ফিসসানীইল জালালে ওয়াল জামাল
ইয়া নায়েবাল খতমির রাসুল, ইয়া মম্বয়েল ফয়েজিল আতম ।
ইয় সৈয়দী কুনতু গারিকান, ফি বিহারিল ইবতেলা
উনজুর বলায়না আতেফন ওয়াদুরিক বিভাল তাফিল কেদম ।
ইয় সৈয়দি মানলি ছেওয়াকা আছতাগিছছ বাকিরান
ইজ কুনতু মগবুরুম দদায়েদুল মাছয়েব ওয়াল আনাম ।

- ♦ রাবানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাছানাঠাও ওয়াফিল
আখিরাতে হাছানাঠাও ওয়াক্বিনা আজাবান নার ।
- ♦ রাবানা জালামনা আনফুছানা ওয়া ইললাম তাগফিরলানা
ওয়া তার হামনা লানা কুনান্না মিনাল খাছিরিন ।

- ♦ রাবানা তাকাৰাল মিনা ইন্নাকা আন্তাছ ছামিউল আলীম
ওয়াতুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত তাওয়াবুর রাহিম।
- ♦ রাবানা লা তুজিগ কুলুবনা বা'দা ইজ হাদায়াতনা ওয়া হাবলানা
মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আন্তাল ওয়াহ্‌হাব।
- ♦ রাবিরহামহুমা কামা রাবায়ানিছ ছগিরা।
- ♦ আল্লাহুমা আফিনা মিনকুল্লি বালাইদুনিয়া ওয়া আজাবিল আখিরা

মুনাজাতে মওলা আলী (কাঃ)

ইলাহী তুবতু মিন কুল্লিল মা'আহী
বি-ইখলাছির রাজা আল লিল খালাছী।
আগীছনি ইয়া গিয়াছল মুহতগিছীন
বিফাদলিকা ইয়াওমা ইউ'খাজু বিনাওয়াছী।

মুনাজাতে আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)

খুজ বিলুতুফিকা ইয়া ইলাহী মান লাহ যাদুন ক্বালিল
মুফলিছান বিছিদিকু ইয়া'তি ইন্দা বা-বিকা ইয়া জালিল
যানবুহ যানবুন্ আজিমুন্ ফাগফিরিয় যানবাল আজিম
ইনাহু শাখুছুন্ গরীবুন্ মুযনিবুন্ আবদুন্ যালিল
মিনুহু ইহঁয়ানুন্ ওয়া নিছয়ানুন্ ওয়া ছাহয়ুন্ বা'দা ছাহবিন
মিনুকা ইহাছানুন্ ওয়া ফাদলুন্ বা'দা ইত্তায়িনু জায়িল।
তুলা ইয়া রাবির জুবুবি মিছলা রায়লিন্ লা-তাউদ
ফা'ফু আনি কুছা জানবিন ফাছফাহিছফহাল জামিল
কাইফা হালি ইয়া ইলাহী লায়ছা-লি খাইফল্ আমল
ছু'য়ু আ'মালি কাছিফল্ যা-দু ত্বা-য়াতি ক্বালিল
আ'ফিনি আন কুল্লি দায়িন ওয়াকুদি আনি হাজাতি
ইন্না-লি ক্বলবান ছাকিমান আনতা মান ইয়াশফিল্ আলিল
আনতা শা'ফি আনতা কারি ফি মুহিম্মাতিল উমুর
আনতা রাবির আনতা হাছবির আনতা নে'মাল ওয়াকিল
রাবির হাবলি কানযা ফাদলিন্ আনতা ওয়াহ্‌হাবুন কারিম
ফা'ত্বিনি মা-ফি জামিরি দুছ্লামি খাইরাদ দলিল
কুল্ লি-লারিন্ আবরিদি ইয়া রাবির ফি হাক্কি কামা
কুলতা কুল ইয়া নারু কুনি আনতা ফি হাক্কিকল্ খলিল
হাব লানা মুলকান কবিরান্ নাজ্জিনা মিম্মা নাখাফ
রাবানা ইয় আনতা কুদিন ওয়াল্ মুনাদি ছিরাঈল
আয়না মুছা আয়না ফৈসা আয়না ইয়াহিয়া আয়না নূহ (আ.)
আয়না ইয়া ছিদ্দিকু আঁছিন তুব ইলাল্ মাওলা জালিল্

হযরত ইমাম জায়নুল আবেদীন (রাঃ)-এর ফরহইয়াদ

ইন নিলতা ইয়া রিয়হাছবা ইয়াওমান ইলা আরদিগ্ হারাম, বাগ্গিগ্ সাল্লা-মি রাওজাতান্ ফিয়হান্ নাবিয়ুল্ মুহতারাম্।

মান্ ওয়াজ্জহ্ শামসুদোহা, মান্ খাদুহ্ বদরুদোজা, মান্ জাতুহ্ নুরুল্হুদা, মান্ কাফুহুহ্ বাহরুল্ হিমাম্।

কুরআনুহু বুরহানুনা নাছ্যান্ লি-আদিয়ানিম্ মাজাত্, ইয় জা'আনা আহ্কাযুহু কুত্বহুহু হুফু ছরাল্ আদাম্।

আক্বাবুনা মাজরহাতুন মিন ছাইফি হিয়রিগ্ মুত্তফা, তু-বা-লি-আহ্লে বাল্পাতিগ্ ফিয়হান্ নবীয়ুল্ মুহতারাম্।

ইয়া লায়তানি কুনতু-কামান্ ইয়াতাবিয়া নবীয়ান্ আলৈমান্, ইয়াওমান্ ওয়লাইলান্ দায়িমান্ ওয়ারযুক্-কাযা লি-বিল্-কারাম্।

লি-হাসুরাতানে ইসমা কাযা লিমা লাম্ আছিফিল্ মুত্তফা, ফি কুল্লিহীনিন্ কাদ-মাদা-ফিল হালে মা-ইয়াহু-সুলু-বিহীম্।

লাছতু বিরাযিন্, মুফরাদানবাল্ আক্বারাবা-লি-কুত্বহুহু, ফিল্ কুবা'বি আশ্ফা' ইয়া শাফি'য়া বিছছোয়াদে ওয়ানুনি ওয়াল্ কালাম্।

ইয়া মুত্তফা ইয়া মুজতবা ইরহাম্ আলা ইছয়ানিলা, মাজুবু'রাতুন আ'মালিলা তাময়াওঁ ওয়াজান্নাবাওঁ ওয়াজ্জলাম্।

ইয়া রাহ্মাতাগুলিল্ আলামীন্ আন্তা শাফিয়ুল্ মুজনেবীন্, আক্বরিম্ লানা ইয়াওমান্ হাজীন্ ফাদলোওঁ ওয়াজ্জুদাওঁ ওয়াল্কারাম্।

ইয়া রাহ্মাতাগুলিল্ আলামীন্, আদরিক্-লি জায়নিল আবেদীন, মাহ্বুছ আয়দিজ্ জোয়ালেমীন, ফিল্ মারকাবি ওয়াল মুজদাহাম্।

হযরত শেখ ফরিদুদ্দীন আত্রার (রহঃ)-এর ফরহইয়াদ

পাদশাহা জুরমে মা'রা' দর ওজার
মা ওনাহ গা'রেক্দিম তু আ'মরজেগার

তু নেক্ কা'রী অ মা বদ করদাঈম
জুরম বে আন্দজা বেহদ করদাঈম।

ছালহা দর বন্দে ইচ'য়া গশ্তাঈম
আযের আজ করদাহ পশীমা' গশ্তাঈম

দায়েমান দর ফিছক ইছ'য়া মান্দাঈম
হাম কুরীনে নফহ অ শয়তা মান্দাঈম

রোজ অ শব আন্দর মা'ছী বুদাঈম
গাফেল আজ আমর অ নওয়াহী বুদাঈম।

বে ওনাহু নগুজশত বর মা ছা'আতে
বা হুজুরে দীর নকরদম তা'আতে

বর দর আ'মদ বান্দায়ে বগুরীখতা
আবরুয়ে খোদ বইছয়ানে রীখতা।

মাগফেরাত দারম উমীদ আজ লুত্ফে-তু
জাঁকে খোদ ফরমুদায়ি লা-তাক্বনাতু।

মুনাজাত

থাকে পায়ে আউলিয়া মুখকো বানা রবে কারীম
সৈয়াদ সালেহ লাহারী রমজদী কি ওয়াস্তে ।
শাহে সৈয়াদ আহমদুল্লাহ হাদীয়ে মুশকিল কোশা
হে ওহ নছরুম মিনাল্লাহ ত্বালেবিন কি ওয়াস্তে ।
চশমে হক বিনে কল্ব খাসি কর আতা ইয়া রবে মুবহু
উছ ওয়াহিদে শাহে রহমান ফখরে ছোয়ালেহীন কি ওয়াস্তে ।
শাহে দেলাওর হোসাইন ওলীয়ে নামদার
জানশীনে কেবলায়ে আহলে ইয়াকীন কি ওয়াস্তে ।
খোলেদে আসরারে বাতেন দিনপর মেয়ী আয় খোদা
মুর্শিদে কামিল জিয়াউছ ছালেকীন কি ওয়াস্তে ।
শাহ হারাম জুরম ইছইয়া হে খোদাওয়ান্দা ওলী
রহম ফরমা উছপর খতমুল মোরছালীন কি ওয়াস্তে ।

মাহবুবে ইলাহী নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রহঃ)-এর বিশিষ্ট খলিফা
হযরত আমীর খসরু (রহঃ)-এর ফরহইয়াদ

আয় চেহরায়ে জিবায়ে তু রশকে বু'তানে আ'যরি
হার ছন্দ ওয়া ছিফাত্ মি কুনম দর হুসু যা বানা তেরী ।
আফকুহা গরদিদাহ্ আম মুহুরে বুতা' ওয়ারবিদাহ্ আম
বিছ্যার খু'বা দিদাহ্ আম লেকিন্ তু ছিয়াজে দ্বিগরী ।
আ'লম হামা নুগ্মায়ে তু খলুকে জাঁহা শায়দাহে তু
আ'-নারগিছে রা'নায়ে তু আওয়ারদাহ্ রহমে দিনবারি ।
খসরু গরীবা-আস্ত ওঁ গদা উফতাদাহ্ দর শহুরে শুমা
বাশ্দ কে আব্ বাহরে খোদা ছুয়ে গরীবা' বানগরী ।
মন তু শুদম তু মন শুদি মন তন শুদম তু জাঁন শুদি
তাক্ছ নাগুয়দ বা'দ আবি মন দিগরম্ তু দিগরী ।
তু-আব্ পরি ছাবুক তেরী ওয়াব্ বরণ গুল নাজুক তেরী
ওয়াব্ হার ছে গুয়ম্ বেহতারি হকুন আযায়েব দিন বরি ।

মাইজভাণ্ডারী তুৰিকৰ প্ৰবৰ্তক বেলায়াতে মোতলাকায়ে আহমদীৰ ধৰক, লেওয়ায়ে আহমদীৰ বাহক, রসুলুল্লাহ্ (দঃ) কৰ্তৃক প্ৰদত্ত গাউসুল আযমিয়তের তাজ্জাৰী গাউসুল আযম হযৰত মাওলানা শাহ্‌সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এৰ বেৰলায়ত ও তুৰিকভেতৰ যুগশ্ৰেষ্ঠ উত্তৰাধিকাৰী বিশ্বঅলি শাহনশাহ্ হযৰত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কেবলা কাৰাৰ শাজৰাহ্ শরিফ

শাজৰায়ে আহমদিয়া কাদেৰিয়া গাউসিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া

শাইখে ফা'ল আছত বেআলা ছৌ হক, বা মূৰিদাঁ বে ছোখল গুয়াদ সবক (শাইখে ফায়ালগণ স্ৰষ্টাৰ গুণে গুণাৰিত, মাধ্যমবিহীন।

তাঁরা অনায়াসে, বিনাবাক্যে মূৰিদানদেৱকে সবক প্ৰদান কৰতে পাৱেন)

- ❖ ইয়া এলাহী আপনে জাতে কিবৰিয়াকে ওয়াস্তে।
- ❖ আগৰ মুহাম্মাদ ১ মোস্তফা খাইরুল ওয়াৰাকে ওয়াস্তে।
- ❖ মাখজানে ইরফানে আলী ২ শেৰে খোদাকে ওয়াস্তে।
- ❖ আগৰ হোসাইনত শাহে দশতে কাৰবালা কে ওয়াস্তে।
- ❖ মাযায়ে ছাদাতে হাসানী শাহে যাইনুল ৪ আবেদীন
- ❖ আউৰ মুহাম্মদ বাকেরে ছিৰে খোদাকে ওয়াস্তে।
- ❖ জা'ফৰুল সাদেক ইমামে আগৰ মুছা কাজেম ৭ কি তোফাইল
- ❖ আগৰ ইমামে দিনে আলী মুছা রেজাকে ওয়াস্তে।
- ❖ হযৰতে মাৰুফ কৰখী ৯ আউৰ ছিৰে হক্কা ১০ কি হক,
- ❖ আউৰ বাগদাদীয়ে জুনায়েদ ১১ বা ছাফা কি ওয়াস্তে।
- ❖ হযৰতে বু'বকৰ শিবলী ১২ আউৰ আবদুল আজিজ ১৩ কি তোফাইল
- ❖ খাজায়ে বুল ফজল ১৪ শাহে খাজেগাঁ কি ওয়াস্তে।
- ❖ হযৰত বুল ফরাহ ১৫ আউৰ বুল হাছান কোৱাইনী ১৬ কি হক
- ❖ আউৰ বু সায়ীদ ১৭ শাহে আতকিয়াকে ওয়াস্তে।
- ❖ কুতবে আলম গাউসে আ'জম আবদুল কাদের জিলানী ১৮
- ❖ উস্‌ ৰয়িছে আউলিয়া পীৰে হুদা কে ওয়াস্তে।
- ❖ হযৰত শিহাবুদ্দিন ১৯ আউৰ নেজাম উদ্দিন ২০ কি তোফাইল
- ❖ আউৰ বাহৰে সৈয়দ মোবাৰক ২১ জি'হায়া কে ওয়াস্তে।
- ❖ হযৰত নজমুদ্দিন ২২ আউৰ কুতুবুদ্দিন ২৩ গুশন জমির ২৩
- ❖ আউৰ শাহে ফকুল্লাহ ২৪ ইন পেশওয়াকে ওয়াস্তে।

- ❖ মাযানে ইরফানে হক শাহে মাহমুদ ২৫ কাদেৰী
- ❖ আউৰ সৈয়দ নাছিরুদ্দিন ২৬ নাছৰে জমা কে ওয়াস্তে।
- ❖ শাহে মুলকু ছাফা তকিউদ্দিন ২৭ কাদেৰী
- ❖ আউৰ নেজামুদ্দিন ২৮ মাহবুবে খোদাকে ওয়াস্তে।
- ❖ বাহৰে সৈয়দ আহলুল্লাহ ২৯ আউৰ সৈয়দ জাফৰ ৩০ কি হক
- ❖ আউৰ খলিলুদ্দিন ৩১ শাহে খলিলুল্লাহ কে ওয়াস্তে।
- ❖ নে'মতে উজমা আতা কৰ (মুজাহ) মোন্‌য়েম ৩২ কি তোফাইল
- ❖ আউৰ সুফিয়ে শাহে দায়েম ৩৩ বা হাযাকে ওয়াস্তে।
- ❖ হাদীয়ে আশেকীনে হযৰত আহমদ উল্লাহ ৩৪ কি নজৰ
- ❖ আউৰ শাহে লকিতুল্লাহ ৩৫ শাহওয়াগদা কে ওয়াস্তে।
- ❖ খাকফায়ে আউলিয়া মুজকো বানা ৰবেৰ কাৰীম
- ❖ সৈয়দ সালেহ লাহেৰী ৩৬ ৰমজদী কে ওয়াস্তে।
- ❖ গাউসে আ'যম কুতবে আলম আহমদ উল্লাহ ৩৭ মাইজভাণ্ডারী
- ❖ হে ওহ্‌ নছৰুম মিনাল্লাহ্ তুলেবিন কে ওয়াস্তে।
- ❖ চশমে হক বিনে কালব খাদি কৰ আতা ইয়া ৰবেৰ মুজাহ্
- ❖ উস্‌ ওয়াহী দে শাহে ৰহমান ফখৰে ছোয়ালেহীন কে ওয়াস্তে।
- ❖ ওয়ালেলে হক শাহে আমীন ৩৮ দপ্তৰে গাউসে আ'যম
- ❖ কুৰবু আপনা কৰ আতা আ'লে ৰাসুল কে ওয়াস্তে।
- ❖ শাহে সৈয়দ দেলাওৰ হোসাইন ৩৯ ওলীয়ে নামদাৰ
- ❖ জাননীনে কেবলায়ে আহ্‌লে ইয়াকীন কে ওয়াস্তে।
- ❖ বখশদে ইছাইয়া হামারে আউৰ কৰ তওবা কবুল
- ❖ মুৰ্শিদে কামিল জিয়াউল হক ৪০ দিনে জিয়া কে ওয়াস্তে।
- ❖ ৰনজ্‌ ওয়া গম ছে দে ৰেহাই খাতেমা বিন খাইৰ কৰ
- ❖ ৰাহ্বাৰে আশেকীন হযৰত শাহে হাসান ৪১ কে ওয়াস্তে।

দামা ফুয়ুজাহ্ ইৰহাম আবদাকা ওয়াজআলুহ্ সায়ীদান ফিদুদুনিয়াওয়াল আযিৰা

□ অছি-এ-গাউসুল আ'যম হযৰত মাওলানা শাহ্‌সুফি সৈয়দ দেলাওৰ হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এৰ পীৰে তাফাইয়ুজ্‌ হিসেবে গাউসুল আযম বিন বেৰাসত হযৰত মাওলানা শাহ্‌সুফি সৈয়দ গোলামুৰ ৰহমান মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এৰ নাম বৰকভেৰ জন্য শাজৰাহ্ শরিফে উল্লেখ কৰা হল।

আর মাইজভাণ্ডারী তারিকতের অনুসারীদের
নিম্নলিখিত অজিফা পড়ারও নিয়ম আছে।

ফজরের নামাজের পর: আসতাগাফিরুল্লাহ্ ওবার, সূরা ইয়াসিন ১বার, সূরা
ফাতিহা ১বার ও দরুদে উম্মি ১০০বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ১০০বার,
আল্লাহ্ ১০০বার।

যোহরের নামাজের পর: আসতাগাফিরুল্লাহ্ ওবার, সূরা ফাতিহা ১বার, সূরা
নূহ ১বার, দরুদে উম্মি কমপক্ষে ৫০বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ৫০বার,
আল্লাহ্ ৫০বার।

আসরের নামাজের পর: আসতাগাফিরুল্লাহ্ ওবার, সূরা নাবা ১বার, দরুদে
উম্মি কমপক্ষে ৫০বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ৫০বার।

মাগরিবের নামাজের পর: আসতাগাফিরুল্লাহ্ ওবার, সূরা ওয়াকিয়া ১বার,
সূরা ফাতিহা ওবার। অন্যান্য যিকির অনুরূপ।

এশা ও বিতুর নামাজের পর: আসতাগাফিরুল্লাহ্ ওবার, সূরা মূলক ১বার,
দরুদে উম্মি কমপক্ষে ১০০ বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ১০০বার এবং আল্লাহ্
১০০বার।

আর ফজর এশার নামাজ শেষ করে শাজরায়ে আহমদিয়া কাদেরিয়া
মাইজভাণ্ডারীয়া পড়ার বিশেষ নিয়ম রয়েছে।

দরুদে উম্মি: আল্লাহুমা ছাঙ্গেআলা সাইয়েদিনা মুহাম্মাদিন নাবিয়ীল উম্মি
ওয়া আলিহী ওয়া আহহাবীবী ওয়া বারিক ওয়াছাল্লিম।

দরুদে গাউসিয়া: আল্লাহুমা ছাঙ্গে আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন মা'দানিল
জুদি ওয়াল করম, মা'যায়িল ইলামি ওয়াল হিলমি ওয়াল হিকম ওয়া বারিক
ওয়া সাল্লিম।

দরুদে শেফা: আল্লাহুমা ছাঙ্গে আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ও ওয়াল্লা আল
সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিম বি আদাদি কুল্লি দায়িন ওয়া দাওয়ায়ই ওয়া বি
আদাদি কুল্লি ইল্লাতিন ওয়া শি-ফা।

দ্বিতীয় পর্ব

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, জুমার নামাজ ও
জানায়ার নামাজের সংক্ষিপ্ত নিয়ম-কানুন:
ও কতিপয় সূরা।

বিস্মিত্তাহির রাহমানির রাহিম

সূরা ফাতিহা: আলহামদু লিল্লাহি রাবিল আ'লামীনা, আর রাহমানীর রাহিম, মা'লিক ইয়াওমদিন, ইয়াকানা না' বুদু ওয়া ইয়াকানা নাহতায়িন ইহদিনাস্ সিরাতুল মুস্তাকিম, সিরাতুল লাজিনা আন্ আমতা আলাহিহিম, গাইরিল মাগ্দুবি আলাহিহিম, ওয়ালাদ রোয়াল্লিল আমিন।

সূরা ফিল: আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিআহহাবিল ফিল, আলাম ইয়াজআল কাইদহম কি তাবলিল, ওয়া আরহালা আলাহিহিম তুইরান আবাবিল, তারমিহিম বিহিজরাতিম মিন ছিজ্জিলিন, ফা জা'আলাহম কা'আছফিম মা' কুল।

সূরা কুরাইশ: লি'ঈলাফি কুরাইশিন, ঈলাফি হিম, রিহ্লাতশ্ সিতায়ি ওয়াছ ছোয়াইফ, ফল ই'য়াবুদু রব্বা হাজল বায়তি ল্লাজি আতু আমাহম মিন জ্বরিন, ওয়ামানাহম মিন ঋওফ।

সূরা কাওসার: ইল্লা আ'তুরনা কালকাওসার, ফাসোয়াল্লি লিরাব্বিকা ওয়ানহার, ইল্লা শানিয়াকা হযাল আবতার।

সূরা নবর: ইজা জা'আ নাহরুত্বাহি ওয়াল ফাতহু, ওয়ারাইতান নাছ ইয়াদখুলুনা ফিধিনীল্লাহি আফওয়াজান, ফাছাবিহু বিহামদি রাব্বিকা ওয়াছ তাগফিরহু ইল্লাহু কা'না তাও ওয়াবা।

সূরা লাহাব: তাবাত ইয়াদা আবি লাহাবিও ওয়াতাবকা, মা'আগ্না আনহু মালহু ওয়ামা কাহাব, ছা'ইয়াছলা- নারান জাতা লাহাবিও ওয়াম'রা আতুহু হাম্মা লাতাল হাত্বব, ফিজি দিহা হাবলুম মিম মাছাদ।

সূরা ইখলাস: কুলহুয়াছাছ আহাদ্ আল্লাহুছ ছামাদ, লাম ইয়ালিদ, ওয়ালম ইওলাদ, ওয়ালম ইয়াকুললাহু কুফুয়ান আহাদ।

সূরা আসর: ওয়াল আসরি, ইল্লাল ইনছা'না লাহফী খুছরিন, ইল্লাল্লাজী'না আ-মানু ওয়া আমিনুস সোয়ালিহাতি ওয়া তাওয়া সোয়াউ বিল হাব্বুকি, ওয়া তাওয়া সোয়াউ বিস সোয়াবর।

ফজর

ফজর নামাজ ৪ রাকাত, প্রথমে দুই রাকাত সুন্নত, তারপর ২ রাকাত ফরজ।

প্রথমে ২ রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা রাকাতাই সালাতিল ফজর, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত অথবা ছোট ৩ আয়াত অথবা ছোট কোন সূরা পাঠ করে রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাতেও অনুকূপ করবে।

২ রাকাত ফরজ নামাজের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা রাকাতাই সালাতিল ফজর, ফারদুত্বাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান (জামাতে পড়লে 'ইকতেদাইতু বিহাজল ইমাম পড়বে) ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করে অন্য একটি লম্বা আয়াত বা ছোট ১টি সূরা পাঠ করবে অতঃপর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাতও শেষ করবে। অতঃপর বৈঠক করে তাশাহুদ পাঠাতে সালাম ফিরাবে।

জোহর

জোহর নামাজ ১২ রাকাত: প্রথম ৪ রাকাত সুন্নত, তারপর ৪ রাকাত ফরজ, তারপর ২ রাকাত সুন্নত, তারপর ২ রাকাত নফল।

প্রথমে ৪ রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল জোহর, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি সূরা পাঠ করবে অতঃপর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে ২য় রাকাতের পরে ১ম বৈঠক করবে অতঃপর তাশাহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ৩য় ও ৪র্থ রাকাত আদায় করে আশেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহুদ ও দরুদে ইব্রাহিমী পাঠ করবে এবং দোয়া মাছুরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

জোহরের ৪ রাকাত প্রথমের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল জোহরে, ফারদুল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান (জামাতে পড়লে 'ইকতেদাইতু বিহাজাল ইমাম পড়বে) ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

ফরজের ২য় ও ৩য় রাকাতের সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা/কেরাত মিলাতে হবে না।

জোহরের ২ রাকাত সুন্নতের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা রাকাতাই সালাতিল জোহরে, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

জোহরের ২ রাকাত নফলের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা রাকাতাই সালাতিল জোহরে, নফল মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর। এটা সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে।

আসর

আসর নামাজ ৮ রাকাত, প্রথম ৪ রাকাত সুন্নত, তারপর ৪ রাকাত ফরজ। প্রথমে ৪ রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল আসর, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি সূরা পাঠ করবে অত:পর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে ২য় রাকাতের পরে ১ম বৈঠক করবে অত:পর তাশাহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ৩য় ও ৪র্থ রাকাত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহুদ ও দরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে এবং দোয়া মাছুরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

আসরের ৪ রাকাত ফরজের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল আসর, ফারদুল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান (জামাতে পড়লে 'ইকতেদাইতু বিহাজাল ইমাম পড়বেন) ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

ফরজের ২য় ও ৩য় রাকাতের সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা/কেরাত মিলাতে হবে না।

মাগরিব

মাগরিবের নামাজ ৭ রাকাত, প্রথম ৩ রাকাত ফরজ, তারপর ২ রাকাত সুন্নত, তারপর ২ রাকাত নফল।

প্রথমে ৩ রাকাত ফরজ নামাজের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা সালাসা রাকা'আতি সালাতিল মাগরিব, ফারদুল্লাহি তা'লা (জামাতে পড়লে 'ইকতেদাইতু বিহাজাল ইমাম' পড়বেন) মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি সূরা পাঠ করবে অত:পর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে ২য় রাকাতের পরে ১ম বৈঠক করবে অত:পর তাশাহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে ৩য় রাকাত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহুদ ও দরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে এবং দোয়া মাছুরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

মাগরিবের ২ রাকাত সুন্নতের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা রাকাতাই সালাতিল মাগরিব, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

এটাও অন্যান্য ২ রাকাতবিশিষ্ট সুন্নাত নামাযের মত আদায় করবে।

মাগরিবের ২ রাকাত নফলের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা রাকাতাই সালাতিল মাগরিব, নফল মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর। এটা সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে।

এশা

এশার নামাজ ১৫ রাকাত, প্রথম ৪ রাকাত সুন্নত, তারপর ৪ রাকাত ফরজ, তারপর ২ রাকাত সুন্নত, তারপর ২ রাকাত নফল এবং সর্বশেষ বিতর-এর ৩ রাকাত ওয়াজিব।

প্রথমে ৪ রাকাত সুন্নত নামাজের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল এশা, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ত করে ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি ছোট সূরা পাঠ করবে অত:পর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে ২য়

রাকাতের পরে ১ম বৈঠক করবে অতঃপর তাশাহুদ্দ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ওয় ও ৪র্থ রাকাত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহুদ্দ ও দরুদে ইব্রাহিম পাঠ করবে এবং দোয়া মাধুরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

এশার ৪ রাকাত ফরজের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল এশা, ফারদুল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান (জামাতে পড়লে 'ইকতেদাইতু বিহাজল ইমাম পড়বে) ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

ফরজের ২য় ও ৩য় রাকাতে সূরা ফাতেহা পর অন্য সূরা/কেরাত মিলাতে হবে না।

এশার ২ রাকাত সুন্নতের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা রাকাতাই সালাতিল এশা, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

এটাও অন্যান্য ২ রাকাতবিশিষ্ট সুন্নাতের মত।

এশার ২ রাকাত নফলের নিয়ত: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা রাকাতাই সালাতিল এশা, নফল মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর। এটা সূরা ফাতিহা পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে।

বিভূর

বিভূর-এর নামাজ ও রাকাত ওয়াজিব নামাজের নিয়ত ও নিয়ম:
নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা সালাসা রাকাআতি সালাতিল বিভূর, ওয়াজিবিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ম: নিয়ত করে ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ে অন্য একটি সূরা বা লম্বা আয়াত বা ছোট তিন আয়াত এর মাধ্যমে রুকু সিজদা করার পর ১ম ও ২য় রাকাত পড়ে বসবে এবং তাশাহুদ্দ পাঠ করে দাঁড়িয়ে যাবে এবং পূর্বের মত সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা বা আয়াত পাঠ করে আবার (আল্লাহু আকবর বলে) উল্টো কানের লতি পর্যন্ত হাত তুলে নিম্নের দোয়াটি (কুনুত) পড়ে রুকুতে যাবে। অতঃপর ওয় রাকাতের রুকু-সিজদা শেষ করে ওয় রাকাতের পর তাশাহুদ্দ এবং দরুদে ইব্রাহিম ও দোয়া মাসুরা পাঠ করতঃ সালাম ফিরিয়ে নেবে।

দোয়া কুনুত

আল্লাহুমা ইন্না নাছতায়ীনুকা ওয়ানাছ তাগফিফুকা ওয়ানু মিনুবিকা, ওয়ানা তাওয়াক্কালু আল্লাইকা ওয়ানুসলি আল্লাইকাল খাইরা, ওয়া নাশকুককা ওয়ালানাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাই ইয়াফজুরুকা, আল্লাহুমা ইয়্যাকানা'বুদু ওয়ালাকা নুছল্লি ওয়া নাছজুদু ওয়া ইলাইকা নাছআ, ওয়ানাহফিদু ওয়ানারযু রাহমাতকা ওয়া নাখসা আযাবকা ইন্না আযাবকা বিলকুফফারি মুলহিক।

জুমা

মূলত: জুমার নামাজ ১০ রাকাত : ৪ রাকাত কাবলাল জুমা, ২ রাকাত ফরজ, ৪ রাকাত বা'দাল জুমা। তবে তাহিয়্যাতুল অজু, দুখুল মসজিদ, আখেরী জোহর, নফলসহ সব মিলিয়ে ২২ রাকাত:

২ রাকাত তাহিয়্যাতুল অজু সুন্নত, ২ রাকাত দুখুল মসজিদ সুন্নত, ৪ রাকাত কাবলাল জুমা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা, ২ রাকাত ফরজ, আবার ৪ রাকাত বা'দাল জুমা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা, ২ রাকাত ওয়াক্তের সুন্নত, ৪ রাকাত আখেরী জোহর এবং ২ রাকাত নফল।

নিয়তসমূহ

২ রাকাত তাহিয়্যাতুল অজু সুন্নাত নামাজ: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তালা রাকাতাই সালাতিল তাহিয়্যাতুল অজু। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ম: ছানা পড়ে বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ে অন্য ১টি সূরা বা কেরাত পড়ে রুকুতে যাবে। এভাবে ২য় রাকাতও আদায় করে সালাম ফিরাতে হবে।

২ রাকাত দুখুল মসজিদ সুন্নাত নামাজ: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তালা রাকাতাই সালাতিল দুখুল মসজিদ। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারিফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ম: ছানা পড়ে বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ে অন্য ১টি সূরা বা কেরাত পড়ে রুকুতে যাবে। এভাবে ২য় রাকাতও আদায় করে সালাম ফিরাতে হবে।

৪ রাকাত কবলাল জুমা সুন্নাত নামাজ: নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাল্লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল কবলাল জুমা। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ম: নিয়ত করে ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি ছোট সূরা পাঠ করবে অত:পর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে ২য় রাকাতের পরে ১ম বৈঠক করবে অত:পর তাশাহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ৩য় ও ৪র্থ রাকাত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহুদ ও দরুদে ইব্রাহীমি পাঠ করবে এবং দোয়া মাধুরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

২ রাকাত জুমা নামাজ: যা শুক্রবার মসজিদে ইমামের পিছনে জামাত সহকারে আদায় করা হয়। নাওয়াইতুআন উছকিতা আনজিম্মাতি ফরজোজ্ জোহরি, বিআদায়ে রাকাতাই সালাতিল জুমুআতি ফরদুল্লাহি তা'লা এজেন্দাইতু বিহাজল ইমাম মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

৪ রাকাত বাদল জুমা সুন্নাত নামাজ: নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাল্লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল বাদল জুমা। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ম: নিয়ত করে ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বে, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি ছোট সূরা পাঠ করবে অত:পর রুকুতে যাবে। এভাবে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে ২য় রাকাতের পরে ১ম বৈঠক করবে অত:পর তাশাহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ৩য় ও ৪র্থ রাকাত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবে এবং তাশাহুদ ও দরুদে ইব্রাহীমি পাঠ করবে এবং দোয়া মাধুরা পড়ে সালাম ফিরাবে।

৪ রাকাত আখেরী জোহর সুন্নাত নামাজ: নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাল্লা আরবা'আ রাকা'আতি সালাতিল আখেরীয যোহর। সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

নিয়ম: নিয়ত করে ছানা পড়বে, আউযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়বেন, সূরা ফাতিহার পর একটি লম্বা আয়াত বা একটি ছোট সূরা পাঠ করবেন অত:পর রুকুতে যাবেন। এভাবে দ্বিতীয় রাকাত আদায় করে ২য় রাকাতের পরে ১ম বৈঠক করবে অত:পর তাশাহুদ পড়ে দাঁড়িয়ে যাবে আবার সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা মিলিয়ে ৩য় ও ৪র্থ রাকাত আদায় করে আখেরী বৈঠক করবেন এবং তাশাহুদ ও দরুদে ইব্রাহীমি পাঠ করবে এবং দোয়া মাধুরা পড়ে সালাম ফিরাবেন।

২ রাকাত সুন্নাতুল ওয়াক্ত নামাজ: নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তাল্লা আরবা রাকাতাই সালাতিল ওয়াক্ত সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর। এটা সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে।

২ রাকাত নফল নামাজ: নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া লিল্লাহি তা'লা রাকাতাই সালাতিল জুমা, নফল মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর। এটা সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়ে আখেরী মোনাজাত করবে।

তাহাজ্জুদ নামাজ

অত্যন্ত ফজিলতমণ্ডিত নামাজ যা গভীর রাতে পড়া হয়। এই নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। এটি পড়ার সময় হল রাত ১২টা হতে সুবহিসাদিক তথা ফজরের ওয়াক্তের পূর্ব পর্যন্ত। এটি ২ রাকাত থেকে ১২/২০ রাকাত বা তার চাইতে বেশিও পড়া হয়।

নিয়ম: নাওয়াইতুআন উছাল্লিয়া লিল্লাহে তা'লা রাকাতাই সালাতিল তাহাজ্জুদ। সুন্নাতে রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবর।

এটি নিয়ত করে সানা পড়ে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে।

সংক্ষিপ্ত ফজিলত: তাহাজ্জুদের নামাযের সময় হুজুর (দঃ) এত বেশি দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর (দঃ) পা ফুলে যেত। একদা সাহাবায়ে কেবাম এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, “আমি কি আল্লাহর শোকর গুজার বান্দা হব না?”

নবীজি আরও এরশাদ করেছেন, ঐ সকল পুরুষদের উপর আল্লাহর রহমত যারা রাতে নিজে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং স্বীয় স্ত্রীকে উঠিয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়ায়। আর যদি তারা উঠতে না চায় তাহলে মুখে পানি ছিটিয়ে উঠিয়ে দেয়।

নবীজি আরও এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে, তার কবর ৭০ গজ প্রশস্ত হবে।

সালাতুত তাসবিহ্ নামাজ

নিয়ত: নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তালা আরবা রাকাআতি সালাতিত তাসবিহ্, সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তা'লা মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবর।

তাসবিহ্ : সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহি ওয়ালাহিলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।

নিয়ম: প্রথমে নিয়ত করে সানা পড়ে (উপরের তাসবিহ) ১৫ বার, তারপর সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা/কেরাত পড়ে ১০ বার, তারপর রুকুতে যাবে, রুকুর তাসবিহ পড়ার পর রুকুতেই ১০ বার রুকু হতে দাঁড়িয়ে ১০ বার, সিজদায় ১০ বার সিজদা হতে উঠে ১০ বার আবার ২য় সিজদায় ১০ বার প্রথম রাকাতে ৭৫ বার। এভাবে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রাকাতে মোট ৩০০ বার এই তাসবিহ পাঠ করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত ফজিলত:

প্রিয় নবী (দঃ) বিদায় হজ্বের ভাষণ দিয়েছিলেন একটি উটের পিঠে চড়ে, আর এই উটটিকে নড়া-চড়া না করার জন্য লাগাম ধরে রেখেছিলেন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)। ভাষণ যখন শেষ হল, উট থেকে নেমে হুজুর (দঃ) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) দেখলেন তাঁর জামা উটের লাগায় সব ভিজে গিয়েছে। তখন প্রিয় নবীজি (দঃ) আব্বাসকে বললেন, তুমি এতক্ষণ পর্যন্ত কষ্ট করেছ, আমি তোমাকে একটি নেয়ামত দিচ্ছি। তুমি এই নামাজটা দিনে ১বার, দিনে না পারলে সপ্তায় ১বার, সপ্তায় না পারলে মাসে ১বার, মাসে না পারলে বৎসরে ১বার, বছরে না পারলে তোমার জীবনে একবার পড়বে। এর উপল্যায় আল্লাহ রাকবুল আলামীন জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। নবীজি আরও এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ নামায আদায় করবে আল্লাহ তার ছরীরা, কবির, জাহেরা, বাতেনা, ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।

শবে কদরের নফল নামাজের নিয়ম ও নিয়্যত: এটা ২ রাকাত বিশিষ্ট, প্রথমে নিয়ত করে ছানা পড়ে বিসমিল্লাহ পুরা পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ে সূরা কুদর পাঠ করে রুকুতে যাবে। ২য় রাকাত সূরা ইখলাছ দিয়ে শেষ করবে। অথবা সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা দিয়ে পড়া যাবে।

নিয়্যত: নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাতাই সালাতিল লাইলাতিল কুদর নফল মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবর।

শবে বরাতে নফল নামাজের নিয়্যত: এটাও উপরের নিয়মে তবে প্রথমে রাকাতে আয়াতুল কুরসি ২য় রাকাতে সূরা ইখলাছ দিয়েও পড়া যাবে।

নিয়্যত: নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাকাতাই সালাতিল লাইলাতিল বরাত নফল মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহু আকবর।

জানাজার নামাজ

রক্তর মাসের ১ম রজনী দুই ঈদের দুই রাতেও অনুক্ষণ নফল নামাজ। তবে নিয়াতে কুদর ও বরাতেও জায়গায় লাইলাতুল রাগায়িব, লাইলাতুল ঈদিল ফিতর, লাইলাতুল ঈদুল আদহা বলতে হবে। উল্লেখিত রাত সমূহে নিজের দোয়াটি পড়াও বিশেষ ফজিলতপূর্ণ। “আল্লাহুমা ইন্নাকা আফুসুন ভূহিবুল আফওয়া ফাউফু আন্না ইয়াগফুর।”

ঈদের নামাজে নিয়ম: ঈদের নামাজ দুই রাকাত ওয়াজিব, প্রথমে নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমা তথা ১ম তাকবীর বলে হাত বেঁধে ছানা পড়ে, তিনবার কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠাবে, তিন বারই হাত উঠাতে হবে এবং আল্লাহ্ আকবর বলতে হবে। ৪র্থবার হাত বেঁধে আওয়িল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা ফাতিহা পড়ে অন্যকোন সূরা বা আয়াত পাঠ করে রুকুতে যাবে, ২য় রাকাতে সূরা ফাতিহা পরে অন্য সূরা পড়ে রুকু করার আগে ৩ বার আল্লাহ্ আকবর বলে হাত উঠাবে ৪র্থ বার হাত না বেঁধে রুকুতে যাবে।

নিয়ত: নাওয়াইতুয়ান উসাল্লিযা লিল্লাহি তা'আলা রাকাতঈ সালাতিল ঈদিল ফিতর মা'ছিত্তাতে তাকবীরাতে ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা ইকতিদাইতু বিহাজাল ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহ্ আকবর।

সূরা কুদর: ইন্না আনজাল নাহ্ ফি লাইলাতিল কুদরি ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কুদরি, লাইলাতুল কুদরি খাইরুম মিন আলফে শাহরিন, তলাজ্জালুল মালাইকাতু ওয়ার রুহ্ ফিহা বিইজনি রাব্বিহিম মিনকুল্লি আমরিন সালাম হিয়া হাত্তা মাতলায়িল ফাজরি।

জানাজার নামাজের কোন আযান নেই। আর এটা হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া।

নিয়ত: নাওয়াইতুয়ান উয়াদিযা লিল্লাহি তালা আরবা তাকবীরাতে সালাতিল জানাজাতি ফরদুল কেফয়াতি ওয়া ছানাউ লিল্লাহি তালা ওয়াছ ছলাতু আলান নবীয়ে ওয়াদোয়াউ লিহাজাল (মহিলা হলে লিহাজীহিল) মইয়্যতে ইকতেদাইতু বিহাজাল ইমাম মোতওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শরীফাতি আল্লাহ্ আকবর।

প্রথমে এই নিয়ত পড়ে দু'হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহ্ আকবর বলে নিয়ত বাঁধবে। তারপর ছানা পড়ে আল্লাহ্ আকবর বলবে তারপর দরুদে ইব্রাহীমী পড়ে আল্লাহ্ আকবর বলবে তারপর নিজের দোয়াটি পড়বে। প্রথম তাকবীরে হাত উঠিয়ে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তাকবীরে হাত উঠাবে না।

ছানা: সুবহানাকা আল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাছুম্বকা ওয়াতাল্লা জাদুকা ওয়ালা ইলাহা গাইরুকা।

জানাজার দোয়া: আল্লাহুমাগফিরলি হায়িনা, ওয়া মায়িতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া ছাগিরীনা ওয়া কাবিরীনা, ওয়া যাকরিনা ওয়া উনছানা আল্লাহুমা মান আহুয়াইতাহ্ মিল্লা ফাআহুয়িহি আলল ওয়া ইললাম ওয়ামান তাওয়াফফাইতাহ্ মিল্লা ফা তাওয়াফফাহ্ আলল ইমান।

তাশাহুদ: আত্মাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস্ সালাওয়াতু ওয়াততাইয়্যিবাতু, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহাননাবিয়্য ওয়াবাহামাতুল্লাহি ওয়াবাহামাতুল্লাহ্। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছোয়ালিহিন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহ্ ওয়া রাসুলুহ্।

দরুদে ইব্রাহীমি: (যা তাশাহুদের পর পড়তে হয়) আল্লাহুমা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়ালা আলে মুহাম্মাদীন, কামা ছাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়ালা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মজিদ। আল্লাহুমা বারিক আলা মুহাম্মাদীও ওয়ালা আলে মুহাম্মাদীন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়ালা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ।

দোষা মানুষা: (যা দরুদের পর পড়ে সালাম ফিরানো হয়) আল্লাহুমা ইন্নী জালামতু নাফসী জ্বলমান কাছিরাত ওয়ালা ইয়াগফিরকজ জুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলি মাগফিরাতামিনি ইনদিকা ওয়ারহামনি ইন্নাকা আনতাল গাফুরর রহীম।

আয়াতুল কুরসী

সূরা হাশর এর শেষ তিন আয়াত:

হয়াল্লা-হুল লায়ী লা ইলা-হা ইল্লা-হুয়া, 'আ-লিমুল গাইবি ওয়াশশাহ-দাতি, হুয়ার রাহ্মা-নুর রাহীম। হয়াল্লা-হুল লায়ী লা ইলা-হা ইল্লা-হুয়া, আল মালিকুল কুদুস সাল্লা-মুল মু'মিনুল মুহাইমিনুল 'আযীযুল জাক্বা-রুল মুতাকাবিরক; সুবহা-নাল লাহি আম্মা-ইউশরিকুন। হয়াল্লা-হুল খা-লিকুল বা-রিউল মুছাবিরক লাহুল আসমা-উল হুসনা; ইউসাকিবহু লাহু মা-ফিস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া হয়াল 'আযীযুল হাকীম।

সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতের ফযীলত:

তিরমিযী শরীফে হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে তিন বার "আউযুবিল্লাহি ছামিইল 'আলিম মিনাশশাহত্বানির রাজিম" পাঠ করার পর সূরা হাশরের "হয়াল্লা-হুল লায়ী লা ইলা-হা ইল্লা-হুয়া" থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দু'আ করবে। সেদিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সে-ও এই মর্তবা লাভ করবে।

আল্লাহু লা-ইলা-হা ইল্লা হুয়া, আল হাইয়ুল কইয়ুম, লা-তা'খুযুল সিনাতুও ওয়ালা-নাওমুল; লাহু মা-ফিস সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল আরদি; মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ 'ইন্দাহু- ইল্লা বিইযনিহী ইয়া'লামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা-খালফাহুম, ওয়ালা-ইউহীতুনা বিশাইয়িম মিন 'ইলমিহী ইল্লা-বিমা শা-আ, ওয়াসি'আ কুরসিযুহু সামা-ওয়াতি ওয়াল আরবা; ওয়ালা-ইয়াউদুহু হিফজুহু ওয়া হয়াল 'আলিহীযুল আ'জীম।

দরুদে তুনাজ্জীনা:

আল্লাহুমা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদিও ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদিন্ সালা তন্ তুনাজ্জীনা বিহা মিন্ জামীইল আহওয়ালি ওয়াল আফাত। ওয়া তাকুদী লানা বিহা জামী আল হাজাত। ওয়া তুতাহ্‌হিৰুনা বিহা মিন্ জামীইহু সায্যিআত। ওয়াতাবফাউনা বিহা ইন্দাকা আলাদ দারাজাত ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আক্‌হাল গায়াত মিন জামী ইল্ খাইরাতি ফিল্ হায়াতি ওয়া বা'দাল মামাত। ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কুদীর। বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহীম।

দরুদে হাজারী ও তাঁর ফজিলত

তিনবার এই দরুদ শরীফ কবরস্থানে পাঠ করলে আল্লাহুতায়াল্লা তাঁর বরকতে ৮০ বছরের আজাব কবরস্থান হতে উঠিয়ে দিবেন। যদি ১০ বার এই দরুদ শরীফ পাঠ করে তার সওয়ার মা-বাবাকে দান করে, তবে সে যেন মাতা-পিতার সমস্ত দাবী পূরণ করল। আল্লাহুতায়াল্লা তার মাতা-পিতার জিয়ারতের জন্য এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দিবেন। তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত কাজে নিযুক্ত থাকবেন।

দরুদে হাজারী

আল্লাহুমা সাল্লা আলা মুহাম্মাদীন মাদামাতীস সাল্লাতু
 ওয়া সাল্লা আলা মুহাম্মাদীন মাদামাতীর্ রাহ্মাতু।
 ওয়া সাল্লা আলা মুহাম্মাদীন মাদামাতীল বারাকাতু।
 ওয়া সাল্লা আলা রুহী মুহাম্মাদীন ফিল আরওয়াহী।
 ওয়া সাল্লা আলা সুরাতি মুহাম্মাদীন ফিস-সুয়ারী।
 ওয়া সাল্লা আলা এসমী মুহাম্মাদীন ফিল আসমায়ী।
 ওয়া সাল্লা আলা নাফসী মুহাম্মাদীন ফিল নুফসী।
 ওয়া সাল্লা আলা কালবী মুহাম্মাদীন ফিল কুলবী।
 ওয়া সাল্লা আলা কাবরী মুহাম্মাদীন ফিল কুবরী।
 ওয়া সাল্লা আলা রাওজাতী মুহাম্মাদীন ফিল রিহযাদী।
 ওয়া সাল্লা আলা জাহাদী মুহাম্মাদীন ফিল আজহাদী।
 ওয়া সাল্লা আলা তুরবাতি মুহাম্মাদীন ফিততুরাবী।
 ওয়া সাল্লা আলা খাইরী খালিকহী সায়্যিদিনা।
 ওয়া সাল্লা আলা মুহাম্মাদীন ওয়া আলা আলিহী ওয়া আহলী বাইতিহী ওয়া আহবাবিহী
 আজমাদীন।
 বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীনা।

দরুদে তাজ

আল্লাহুমা সাল্লা আলা সৈয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মোহাম্মাদীন সাহেবিত
 তাজে ওয়াল মে'রাজে ওয়াল বোরাকে ওয়াল আলাম। দাফিয়িল বালায়ে
 ওয়াল ওবায়ে ওয়াল কাহুতে ওয়াল মারাদে ওয়াল আলাম। ইসমুহ
 মাকতুবুন মারফুউন মাশফুউন মানকুশুন ফিল্লাওহে ওয়াল কলাম।
 সাইয়েয়্যিদিন আরবে ওয়াল আ'যম। জিসমুহ মোকাদ্দসুন মোয়াত্তারুন
 মোতাহ্ হারুন মোনাওয়াবুন ফিলবাহিত ওয়াল হারাম। শামসিদোহা
 বাদরিদোজা সদরিলউলা নূরিল হুদা, কাহফিল ওয়ারা মিসবাহিয় জুলাম।
 জামিলিশ শেয়ামে শাফিহিল উমামে সাহিবিল জু'দে ওয়াল কারাম।
 ওয়াল্লাহু আসিমুহ ওয়া জিবরিলু খাদিমুহ ওয়াল বোরাকো মারকাবুহ ওয়াল
 মিরা'জু হাফরুহ ওয়া ছিদরাতুল মোনতাহা মাকমুহ ওয়াক্বা ক্বাওসাইনে
 মাতলুবুহ ওয়াল মতলুব মাকসুদুহ ওয়াল মাকসুদ মওজুদুহ সাইয়েয়্যিদিন
 মোরসালিনা খাতামিন নাবীয়িনা, শাফি'য়িল মোজনেবিনা আনিসিল
 গারিবীনা, রাহমাতাল্লিল আলামিনা, রাহাতিল আশেকিনা, মোরাদিল
 মোশতাক্কিনা শামসিল আরেফিনা, সিরাজিস সালিকিনা মিসবাহিল
 মোকাররাবিনা, মুহিবিল ফেকারাবে ওয়াল গোরাবাবে ওয়াল মাসাকিনা
 সাইয়্যিদিন সাক্কলাইনে নবীয়িল হারামাইনে ইমামিল কিবলাতাইনে
 ওয়াসিলতিনা ফিদদারাইন, সাহেবে ক্বাবা ক্বাওসাইনে মাহবুবে রাবিল
 মাশরিকাইনে ওয়াল মাগারিবাইন, জাদিল হাসানে ওয়াল হোসাইনে
 মাওলানা ওয়া মওলাস সাক্কলাইন, আবিল ক্বাসেমে মোহাম্মাদ বিন
 আবদিল্লাহ! নূরীম মিন নূরীল্লাহ ইয়া আইয়ু হাল মোশতাক্কনা বিনুরে
 জামালিহি সাল্লা আলাহিহি ওয়াসাল্লামু তাসলীমা।

গাউসুল আ'যম মাইজভাঞ্জারী (কঃ)র বাণী

- ১। “সালাতুত তাসবীহুর নামাজ পড়, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়”
- ২। আইয়্যামে বীজের রোজা রাখ [এটা চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোজা, অত্যন্ত ফজিলতময়]।
- ৩। কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করিও।
- ৪। যে কেহ আমার সাহায্য প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে উম্মুক্ত সাহায্য করিব, আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাসর তক জারি থাকিবে।
- ৫। যে সম্মুখে বসিয়া আমার স্মরণ বিদ্যুত হয় সে ইয়ামন দেশে, আর যে ইয়ামন দেশে হইতে আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার সম্মুখে।
- ৬। কবুতরের মত বাছিয়া খাও, হারাম খাইও না।

অছি-এ-গাউসুল আ'যম হযরত মাওলানা শাহসুফী সৈয়দ
দেলাওর হোসাইন মাইজভাঞ্জারী (কঃ) কর্তৃক লিখিত মটো

মাইজভাঞ্জারী দর্শনের প্রাথমিক শর্তাবলী

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে, জ্ঞান তিনভাবে,
বাক-বিতভা পরিহারে, জ্ঞানার আশ্রয়ে
পরদোষ পরিহারে, নিজ দোষ ধ্যানে।
গুণাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে
না দেখাইবে পীর যাকে এই তিন ধারা
আসিবে না সোজা পথে সেই পথহারা।

শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র বাণী

- ❖ নিয়মিত নামায-রোজায অভ্যস্ত হলে আয় বৃদ্ধি, রোগ-শোক মুক্তি ও দেহমন সুস্থ থাকে।
- ❖ আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাস (আল্লাহর ঘর)। সকল জাতির মিলনকেন্দ্র।
- ❖ আমার ত্বরিকা দুই পয়সার ত্বরিকা নয়, কোটি কোটি গুণ বড়।
- ❖ যেমন-তেমন ভাবিওনা, মাইজভাণ্ডার এক অনন্ত সাগর।
- ❖ মাইজভাণ্ডার শরীফ — হাযাতের ভাণ্ডার, রিজিকের ভাণ্ডার, দৌলতের ভাণ্ডার, ইজ্জতের ভাণ্ডার।
- ❖ বিপুল সম্পদ নয়, ঈমানেই পূরনেরাত পার।
- ❖ হে বিশ্ববাসী! আমার দিকে তাকাও। আমাকে বুঝতে হলে কোরআন দেখ।
- ❖ হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির কর। সব সমস্যা মিটে যাবে।
- ❖ নামায হেকমত, নামায না পড়লে হেকমতের ক্ষতি হয়।
- ❖ নিজের ভেতরে দৃষ্টি দাও, বহির্জগতের চেয়েও অপরূপ সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখতে পারে।
- ❖ আকাশের উপরে বসে আমি মানুষের কাজকর্ম দেখি আর উপরের দিকে আল্লাহর সাথে কথা বলি।
- ❖ রহমতুল্লিল আলমীন রাসূল (সঃ) -এর রহমতের সীমানা জুড়ে আমার বেলায়তী কর্মক্ষমতা।
- ❖ কখন কোন মুহূর্তে কি হয়েছে, কি হবে, কি হচ্ছে, আমার সব জানা আছে।
- ❖ সকল গুণের মালিকতো আল্লাহ্, তাই সকল প্রশংসাও আল্লাহর — আলহামদুল্লিহ্।
- ❖ জ্ঞানের যে সাধনা মনে উদারতা ও চরিত্রে দৃঢ়তা আনে সেটাই সঠিক জ্ঞান।
- ❖ আমার হাসান মিয়া মস্তবড় ওলী, সৃষ্টির কল্যাণের জন্য এসেছেন - ইজ্জত সম্মান করবেন।

মাইজভাগ্যী দর্শনের মুখপত্র

মাসিক আবেকধারা

ও লিখুন

